



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, ত্রয়োদশ সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ২২, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ৯

খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে জোর

নয়াদিপ্লি: দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে খাদ্য ও গণবণ্টন দফতর (ডিএফপিডি) এবং ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এফসিআই)-এর মধ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হল। এই সমঝোতাপত্রে এফসিআই-এর কাজের জন্য নির্দিষ্ট কর্মদক্ষতার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুত, পরিবহণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি জবাবদিহি এবং আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সমঝোতাপত্রে মজুতজনিত ক্ষতি কমানো, গুদামের সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার, পরিবহণ ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থার উন্নতি এবং খাদ্যশস্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি এফসিআই-এর কাজকর্মে আরও বেশি ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে সংস্থার বিভিন্ন কাজের দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং নজরদারি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে এফসিআই কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার *দ্বিতীয় পাতায়*

ডিএফসি দেশের প্রাণপথ

ভদোদরা: উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যুবসমাজের দক্ষতা বিকাশকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার গুজরাতের ভদোদরায় ‘নমো ফর বিকশিত ভারত’ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দ্রুত ও মসৃণ যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত ভারতের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। দেশের ২,৮০০ কিলোমিটারের বেশি ডেডিকেটেড মালবাহী করিডর সম্পূর্ণ হওয়াকে তিনি একবিংশ শতাব্দীর ভারতের একটি ঐতিহাসিক সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মালবাহী করিডর দেশের বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থার ‘লাইফলাইন’-এ পরিণত হয়েছে। আগে যাত্রী ও মালগাড়ি একই রেলপথ ব্যবহার করত। ফলে যাত্রী পরিবহণ এবং পণ্য পরিবহণ—দুই ক্ষেত্রেই সময় বেশি লাগত। এখন পূর্ব ও পশ্চিম—দুই ডেডিকেটেড মালবাহী করিডরে প্রতিদিন ৪৩০টিরও বেশি মালগাড়ি চলেছে। আগে ১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে একটি মালগাড়ির প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা লাগত। বর্তমানে সেই সময় অর্ধেকেরও কম হয়েছে। ট্রাকে যে পণ্য পরিবহণে প্রায় ৩০ ঘণ্টা লাগত, মালবাহী করিডরে একই দূরত্ব অতিক্রম করতে লাগছে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা। এর ফলে জ্বালানী সাশ্রয়ের পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের খরচ কমছে, সময় বাঁচছে এবং পরিবেশের উপর চাপও কমছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, একটি রেলপথে বিনিয়োগ হলেও এর সুফল বহুমুখী। ডেডিকেটেড মালবাহী করিডরের সুফল কৃষিক্ষেত্রেও পৌঁছচ্ছে বলে দাবি করেন

মোদি। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের কৃষকদের উৎপাদিত ফুল, শাকসবজি, ফলের মতো দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমন পণ্য এখন দ্রুত বড় বাজার ও মণ্ডিতে পৌঁছতে পারছে। এর ফলে কৃষকরাও উপকৃত হচ্ছেন। সম্প্রতি মুম্বইয়ের জওহরলাল নেহরু বন্দর থেকে ভদোদরা পর্যন্ত দুই স্তরে কনটেনার বহনকারী মালগাড়ি চালানোর কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। একবারে এই ধরনের একটি ট্রেনে ২৫০টিরও বেশি ট্রাকে বহনযোগ্য পণ্য পরিবহণ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি। ডেডিকেটেড মালবাহী করিডর প্রকল্পের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের ধারণা ২০০৪ সালে শুরু হয়েছিল। ২০০৬ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পৃথক সংস্থাও তৈরি হয়। কিন্তু ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কটাক্ষ, বছরের পর বছর ফাইল এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরেছে—‘এমনকি সেই ফাইলগুলিরও কোনও ডেডিকেটেড করিডর ছিল না।’ ২০১৪ সালের পর প্রকল্পটিতে গতি আনা হয় এবং বর্তমানে ২,৮০০ কিলোমিটারের বেশি করিডর সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানান মোদি। তাঁর বক্তব্য, পূর্ব ও পশ্চিম ডেডিকেটেড মালবাহী করিডর এখন দেশের বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছে। সড়ক, রেল, মেট্রো, বিমানবন্দর, গ্যাসের পাইপলাইন এবং দরিদ্রদের জন্য আবাসন—বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি একদিকে মানুষের জীবন সহজ করে, অন্যদিকে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। রেলপথের আধুনিকীকরণে এ বছরের বাজেট বরাদ্দ

২.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হয়েছে বলেও তিনি জানান। পরিকাঠামো নির্মাণের সময় সরাসরি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রাস্তা, রেলপথ, বন্দর, বিমানবন্দর ও পাইপলাইন তৈরি হওয়ার পর তার চারপাশে নতুন শিল্প ও ব্যবসা গড়ে ওঠে, যার ফলে আরও কর্মসংস্থান তৈরি হয় বলে তাঁর বক্তব্য। উন্নত ভারতের জন্য ঘোষিত ‘সপ্তধারা’-র অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে উৎপাদনশিল্পের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ভদোদরার শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস উল্লেখ করে তিনি বলেন, বস্ত্র ও টাইলস শিল্প থেকে শুরু করে তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল এবং পরবর্তীতে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ—শহরটি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, দক্ষতা ও শিল্পের সমন্বয়ের উদাহরণ হয়ে উঠেছে। ভদোদরায় দেশের প্রথম ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ সামরিক পরিবহণ বিমান সি-২৯৫-এর উড্ডয়নও এই উৎপাদন-পরিবর্তনের প্রতীক বলে উল্লেখ করেন তিনি। মোদি বলেন, ভারত এখন ‘চিপ থেকে জাহাজ’ পর্যন্ত উৎপাদনের সম্পূর্ণ শৃঙ্খল দেশে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ থেকে চূড়ান্ত পণ্য—সবকিছুর ক্ষেত্রেই দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সৌরশক্তির ক্ষেত্রে ভারতের পরিবর্তনের উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কয়েক বছর আগেও সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ সৌর প্যানেল ও যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হত। বর্তমানে দেশে সৌর প্যানেল তৈরির সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং ২০০ গিগাওয়াটের বেশি সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। ‘পিএম সূর্য ঘর’ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত দেশের ৫৫ লক্ষ পরিবার ছাদে

সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে বলে জানান তিনি। এর মধ্যে গুজরাতের প্রায় ১১ লক্ষ পরিবার রয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, স্থাপন ও পরিষেবা ঘিরে বিপুল কর্মসংস্থান এবং নতুন ব্যবসার সুযোগও তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চিপ শিল্প এবং তথ্যকেন্দ্র-সহ আধুনিক শিল্পব্যবস্থার মূল ভিত্তি হয়ে উঠবে বিদ্যুৎ বলে মন্তব্য করেন মোদি। তাঁর মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হতে হলে ভারতকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও প্রযুক্তি-পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই কারণে ইউরেনিয়াম, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং বিরল মৃত্তিকা সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাতেও পরিবর্তন প্রয়োজন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, শুধু ডিগ্রি অর্জন যথেষ্ট নয়; যুবকদের নিয়মিতভাবে নতুন দক্ষতা অর্জন ও উন্নত করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের বিপুল অর্থ কোটিংয়ে ব্যয় হয় উল্লেখ করে তিনি জানান, সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে অনলাইন কোটিংয়ের ব্যবস্থা করার দিকে এগোচ্ছে। দেশের সেরা শিক্ষকদের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে যুবকদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দক্ষ করে তুলতে বড় কর্মসূচি নেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই দক্ষতা শুধু তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেই নয়—কৃষি, স্বাস্থ্য, উৎপাদনশিল্প, রোবোটিক্স এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।

লিগনাইট প্রকল্পে আবেদন দেশের ৭টি বড় প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ প্রকাশ

নয়াদিপ্লি: দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশীয় কয়লা থেকে উচ্চমূল্যের শিল্পপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কেন্দ্রের পৃষ্ঠভাগের কয়লা ও লিগনাইট গ্যাসীকরণ প্রকল্প প্রসার কর্মসূচিতে শিল্পমহলের উল্লেখযোগ্য সাড়া মিলল। ৩৭,৫০০ কোটি টাকার এই কর্মসূচির প্রথম পর্বে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির কাছ থেকে মোট ৭টি আবেদন জমা পড়েছে। কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রকের উদ্যোগে নেওয়া এই কর্মসূচির প্রথম পর্বের আবেদনে রয়েছে এন্টারপ্রাইজেসের তিনটি পৃথক প্রকল্প, গ্যালান্ট ইস্পাত লিমিটেড, এনটিপিসি লিমিটেড, শ্যাম সেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড এবং তালচের ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলিতে ইউরিয়া, সরাসরি হ্রাসকৃত লোহা, সংশ্লেষণ গ্যাস এবং কৃত্রিম প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। কয়লা মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, প্রথম পর্বেই সাতটি আবেদন জমা পড়া প্রমাণ করছে যে শিল্পমহল কয়লা গ্যাসীকরণ কর্মসূচির সম্ভাবনার উপর আস্থা রাখছে। ‘কোনও আগ্রহী সংস্থা নেই’—এমন ধারণা যে সময়ের জগে তৈরি হয়েছিল, এই আবেদনগুলি তারও জবাব দিয়েছে বলে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। কয়লা গ্যাসীকরণে কয়লা বা লিগনাইটকে সরাসরি পোড়ানোর পরিবর্তে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষণ গ্যাসে রূপান্তর করা হয়। এই সংশ্লেষণ গ্যাস ব্যবহার করে ইউরিয়া, মিথানল, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন-সহ বিভিন্ন উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

কেন্দ্রের এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হল দেশীয় কয়লা ও লিগনাইটকে ব্যবহার করে এই ধরনের উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো। এর ফলে জ্বালানি ও শিল্পক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি দেশীয় কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে একটি বৃহৎ শিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ও মিথানল আমদানিতে ভারতের মোট ব্যয় ছিল প্রায় ২.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা। কয়লা গ্যাসীকরণের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো গেলে এই বিপুল আমদানি ব্যয়ের একটি অংশ কমানো সম্ভব হতে পারে। জাতীয় কয়লা গ্যাসীকরণ মিশনের অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে মোট ১০ কোটি টন কয়লা গ্যাসীকরণ সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নতুন ৩৭,৫০০ কোটি টাকার কর্মসূচির আওতায় ৭.৫ কোটি টন সক্ষমতা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২.৫ থেকে ৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে কয়লা গ্যাসীকরণকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এই কর্মসূচি অবশ্য একেবারে নতুন উদ্যোগ নয়। এর আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুমোদিত ৮,৫০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা কর্মসূচির অধীনে আটটি কয়লা গ্যাসীকরণ প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। নতুন কর্মসূচিকে সেই

উদ্যোগেরই আরও বৃহত্তর পরিসরের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কয়লা ও লিগনাইট গ্যাসীকরণ প্রকল্প সাধারণত বৃহৎ পরিসরের এবং বিপুল মূলধননির্ভর। প্রকল্প শুরু করার আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রযুক্তি নির্বাচন, পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং বিস্তারিত আর্থিক পরিকল্পনার মতো একাধিক প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয়। সেই কারণে প্রথম পর্বেই সাতটি আবেদন জমা পড়াকে শিল্পক্ষেত্রের সক্রিয় আগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হিসেবে দেখছে কয়লা মন্ত্রক। প্রথম পর্বে পাওয়া আবেদনগুলি এখন কর্মসূচির বিস্তারিত নির্দেশিকা ও প্রস্তাব আহ্বানের শর্ত অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করা হবে।এদিকে ৮ সেপ্টেম্বর থেকেই কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। নির্ধারিত প্রস্তাব আহ্বান অনুযায়ী, পরবর্তী আবেদন পর্বগুলি প্রতি দুই মাস অন্তর খোলা হবে। ফলে যোগ্য সংস্থাগুলির জন্য নিয়মিতভাবে প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে। মন্ত্রকের মতে, বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য আবেদনকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই প্রকল্প প্রস্তুতির অগ্রসর পর্যায়ে রয়েছে। ফলে আগামী পর্বগুলিতে আরও প্রকল্পের প্রস্তাব আসতে পারে। দেশীয় কয়লা গ্যাসীকরণ প্রযুক্তির প্রসার, জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি ভারতকে পরিবেশগতভাবে তুলনামূলক উন্নত কয়লা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাও এই উদ্যোগের বৃহত্তর লক্ষ্য। প্রথম পর্বে শিল্পের এই সাড়া সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রের পরিকল্পনাকে নতুন গতি দিতে পারে।

শ

আপনি কী ব্যবসায়ী? চাইছেন, আপনার ব্যবসার শ্রী বৃদ্ধি হোক? তাহলে আর দেরি কেন? সন্দর্শন ই-পেপারে নিজের প্রোডাক্টের কথা আজই তুলে ধরুন।

Note No. 5/Sandarshan/Admin-26 Date: 26/06/2026

বিজ্ঞাপনের ধরণ	প্রতি সংখ্যা	মাসিক প্যাকেজ
১/৪ পৃষ্ঠা	₹৬০০	₹২,০০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি)
১/৮ পৃষ্ঠা	₹৩৭৫	₹১,২০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি)

- বুঝুন নীতি**
- দৈনিক ট্যাবলয়েড হওয়ার প্রতিটি সংখ্যার বিজ্ঞাপন স্লট সীমিত। কলে সর্বোচ্চ ১টি ১/৪ পৃষ্ঠা ও ১টি ১/৮ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে।
 - বিজ্ঞাপন আসে বুঝি, আসে অগ্রাধিকার (First Come, First Served) ভিত্তিতে প্রকাশিত হবে।
 - মাসিক প্যাকেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একদিন বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে।
 - বিজ্ঞাপনের ৭৫% অর্থ অগ্রিম জমা দিতে হবে।
 - স্লট বুঝি-এর জন্য যোগাযোগ 6294512379 @ sandarshan.magazine@gmail.com-এ।

(কাশ্মীরা লাইফি)
প্রকাশিত, সন্দর্শন ই-পেপার



সম্পাদকীয়

সাহারা আমানতকারীদের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া ফের গতি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ৪১.৫৬ লক্ষের বেশি আমানতকারীকে ৯,২৬৭ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ আবেদন এখনও প্রক্রিয়াধীন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে তৈরি অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে আধার-ভিত্তিক পরিচয় যাচাই করে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেওয়ার এই মডেল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সাফল্যের খবর যখন বাংলার মানুষের সামনে আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আর একটি প্রশ্ন উঠে আসে—সারদা ও রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর ক্ষেত্রেও কি এমনই দ্রুত, স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান উদ্যোগ নেওয়া যায় না? এই প্রশ্নের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে সারদা ও রোজভ্যালির মতো আর্থিক কেলেঙ্কারি রাজ্যের রাজনীতিতে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই—এইসব আর্থিক কেলেঙ্কারিতে সাধারণ মানুষের বিপুল অর্থ আটকে গিয়েছে এবং বহু পরিবার এখনও তার সম্পূর্ণ ফেরতের অপেক্ষায়। রোজভ্যালির ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১৬টি পর্যায়ে ১.৭৩ লক্ষের বেশি ক্ষতিগ্রস্তের কাছে মোট ১২৭.৬৯ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রোজভ্যালি প্রায় ১৭,৫২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল এবং প্রায় ৬,৬৬৬ কোটি টাকা বিনিয়োগকারীদের কাছে অপরিশোধিত ছিল বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। অর্থাৎ কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু পথ এখনও অনেক বাকি। এখানেই সাহারা

মডেল থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সাহারার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের অধীনে একটি নির্দিষ্ট ডিজিটাল কাঠামো তৈরি করেছে। আবেদন, নথি যাচাই, পরিচয় নিশ্চিতকরণ, দাবি পর্যালোচনা এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান—পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে। আদালতের তত্ত্বাবধানও রয়েছে। বাংলার সারদা-রোজভ্যালি আমানতকারীদের ক্ষেত্রেও এমন একটি একীভূত, সময়সীমাবদ্ধ ও জনসমক্ষে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা তৈরি করা যায় কি না—সেটিই এখন মূল প্রশ্ন। কারণ আমানতকারীর কাছে টাকা কোনও রাজনৈতিক দলের নয়। সেই টাকা তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয়। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য রেখেছিলেন, কেউ অবসরের পরের দিনগুলির জন্য, কেউ সন্তানের পড়াশোনার জন্য। সারদা বা রোজভ্যালির রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক যতই থাকুক, আমানতকারীর দুর্দশার কোনও দলীয় রং নেই। এখানে বিজেপির জন্যও একটি বড় রাজনৈতিক সুযোগ রয়েছে। দুর্নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে টাকা ফিরিয়ে দিতে পারলে তবেই লড়াইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হবে। বাংলার মানুষ যদি দেখতে পান, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি সম্পত্তি চিহ্নিত করছে, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সেগুলি নিষ্পত্তি হচ্ছে, একটি স্বচ্ছ ডিজিটাল ব্যবস্থায় প্রকৃত আমানতকারীদের তালিকা তৈরি হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাচ্ছে—তাহলে তার রাজনৈতিক প্রভাব অবশ্যই পড়বে। বিশেষ করে যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ সারদা, রোজভ্যালি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের কাছে এটি হবে সরাসরি অভিজ্ঞতা। বিজেপির প্রতি বিশ্বাস তখন প্রচারের মাধ্যমে নয়, কাজের মাধ্যমেই বাড়বে।

সাইবার প্রতারণার বিরুদ্ধে সাফল্য, দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি: সাইবার প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় বড় সাফল্যের দাবি করল কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ দফতর। দফতরের আর্থিক প্রতারণা ঝুঁকি সূচক (এফআরআই)-এর মাধ্যমে গত ১৫ মাসে নাগরিকদের ৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি সম্ভাব্য সাইবার প্রতারণার ক্ষতি রুখে দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ২২ মে এই ব্যবস্থা চালুর পর আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রতারণা ঠেকিয়ে সুরক্ষিত রাখা অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,০৪৩.৭৩ কোটি টাকা। কেন্দ্রের দাবি, এফআরআই-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল—প্রতারণা ঘটার পর টাকা উদ্ধার করার পরিবর্তে প্রতারণামূলক লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার আগেই তা শনাক্ত ও প্রতিহত করা। ফলে নাগরিকের টাকা প্রথমেই অ্যাকাউন্ট থেকে বেরিয়ে যায় না। এর ফলে পরবর্তী সময়ে অভিযোগ দায়ের, এফআইআর, তদন্ত, অ্যাকাউন্ট জব্দ, নথি সংগ্রহ কিংবা টাকা উদ্ধারের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনও অনেক ক্ষেত্রে হয় না। এফআরআই ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধের পরিমাণ দ্রুত বেড়েছে। প্রথম ছয় মাসে যেখানে প্রায় ৬৬০ কোটি টাকার সম্ভাব্য ক্ষতি ঠেকানো হয়েছিল, সেখানে ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ৫,০৪৩.৭৩ কোটি টাকা। দফতরের হিসাবে, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকেই মাত্র চার মাসে ২,০০০ কোটি টাকার বেশি সম্ভাব্য প্রতারণা রোধ করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ দফতরের তৈরি এই ঝুঁকি-চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থার লক্ষ্য হল কোনও মোবাইল নম্বর সাইবার অপরাধ বা আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা কতটা, তা তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করা। এফআরআই টেলিযোগাযোগ দফতরের ডিজিটাল গোয়েন্দা মঞ্চ-এর অধীনে কাজ করে। কোনও মোবাইল নম্বরকে সম্ভাব্য ঝুঁকির ভিত্তিতে মাঝারি, উচ্চ অথবা অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই শ্রেণিবিভ্যাস তৈরির সময় বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সঞ্চার সাথী মঞ্চ নাগরিকদের অভিযোগ, ভারতীয় সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্রের জাতীয়

সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং মঞ্চের তথ্য, টেলিকম সংস্থা, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া গোয়েন্দা তথ্য এবং অন্যান্য টেলিযোগাযোগ-সংক্রান্ত সূচক। এই তথ্য নিরাপদ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক, অর্থপ্রদান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, বিমা সংস্থা, শেয়ারবাজারের মধ্যস্থতাকারী এবং পেনশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে কোনও লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার আগেই উচ্চ বা অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকির নম্বর শনাক্ত করে সতর্কতা বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সাইবার প্রতারণার ক্ষেত্রে টাকা কয়েক মিনিটের মধ্যেই একাধিক 'মিউল অ্যাকাউন্ট'-এর মাধ্যমে ঘুরিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া সম্ভব। ফলে প্রতারণার পরে টাকা উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। সেই জায়গায় এফআরআই লেনদেন শুরু হওয়ার মুহূর্তেই ঝুঁকি যাচাই করে। কেন্দ্রের বক্তব্য, এই ব্যবস্থা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি কমাচ্ছে না, তদন্তকারী সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রশাসনিক চাপও কমাচ্ছে। প্রতারণা সফল হওয়ার পরে যে বিপুল পরিমাণ অভিযোগ, তদন্ত, অ্যাকাউন্ট জব্দ, নথি সংগ্রহ ও অর্থ অনুসরণের প্রয়োজন হয়, প্রতারণা আগেই থামিয়ে দিতে পারলে তার অনেকটাই এড়ানো সম্ভব। ডিজিটাল আর্থিক প্রতারণা কোনও একটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি প্রতারণা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অপব্যবহার দিয়ে শুরু হয়ে ডিজিটাল অর্থপ্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক, শেয়ারবাজার, বিমা বা পেনশন অ্যাকাউন্টে গিয়ে আঘাত করতে পারে। তাই কেন্দ্রের মতে, এর মোকাবিলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বিত গোয়েন্দা-নির্ভর ব্যবস্থা প্রয়োজন। টেলিযোগাযোগ দফতর ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, সেবি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে এফআরআই-এর তথ্য তাদের প্রতারণা শনাক্তকরণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করছে। ব্যাঙ্ক ও ইউপিআই পরিষেবা প্রদায়ী উচ্চ ও অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকির মোবাইল নম্বর-সংক্রান্ত লেনদেন শনাক্তে এই তথ্য ব্যবহার করছে।

রিয়াদ: ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা মঙ্গলবার সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের চারটি শহরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হামলায় ৭৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও রয়েছে। হামলার পর একাধিক তেল স্থাপনায় আগুন ধরে যায়। ছয় মাস ধরে চলা মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের পরিসর আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এই হামলায়। হুথিদের দাবি, সৌদি ভূখণ্ডের গভীরে তারা একটি বিস্তৃত সামরিক অভিযান চালিয়েছে। রাজধানী-সহ ইয়েমেনের জনবহুল অধিকাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে রয়েছে। মঙ্গলবার তারা দক্ষিণ সৌদির খামিস মুশাইত, আবহা, নজরান এবং জাজান শহরকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। হুথিদের ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছিল বলে জানা গিয়েছে। খামিস মুশাইতে একটি সৌদি বিমানঘাঁটি এবং আবহা, নজরান ও জাজানে সৌদি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু করা হয়। নাসার উপগ্রহচিত্রে জাজান শোধানাগারের উপর ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘ এবং আবহার একটি তেল বিতরণকেন্দ্র থেকে সাদা ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা গিয়েছে। তবে হামলার ঘটনাস্থল থেকে নির্ভরযোগ্য ছবি বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বিস্তারিত বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। সৌদি আরবে সংবাদমাধ্যমের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকায় স্বাধীনভাবে ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি যাচাই করাও কঠিন। আগস্ট মাসে প্রায় এক মাস তুলনামূলক শান্ত থাকার পর উপসাগরীয় অঞ্চলে ফের সংঘাত তীব্র হয়েছে। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পাল্টাপাল্ট হামলার পাশাপাশি এবার সৌদি আরবেও বড় আকারের হুথি হামলা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে। সংঘাত দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায়

অপরিশোধিত তেলের দাম ফের ব্যারেলপিছু ১০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। মঙ্গলবার ব্রেন্ট তেলের দাম একসময় ৯৯.৪৬ ডলার ছুঁয়েছে, যা ২৪ জুলাইয়ের পর সর্বোচ্চ। মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের দামও ৮ জুনের পর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। পরে দুই সূচকের দাম কিছুটা কমলেও দিনের শেষে দুটিই উর্ধ্বমুখী ছিল। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দক্ষিণ-পশ্চিম সৌদিতে হুথি হামলা আরও বাড়লে হরমুজ প্রণালির বাইরে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহপথও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে জ্বালানি সংকটের প্রভাব আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হুথিদের সঙ্গে সৌদি আরবের সংঘাত নতুন নয়। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন আরব জোট ইয়েমেনে হুথিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সেই সংঘাত কিছুটা প্রশমিত হলেও ইয়েমেনে যুদ্ধবিরতির পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। এর পাশাপাশি লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের উপর হুথিদের হুমকিও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেন সরকারের বাহিনী হুথি-নিয়ন্ত্রিত এলাকার বিরুদ্ধে একাধিক দিক থেকে অভিযান শুরু করেছে। হুথিদের সরকারি বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টার পর এই অভিযান শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলভিত্তিক সরকার এখন হুথিদের দখলে থাকা সমস্ত এলাকা পুনর্দখলের লক্ষ্য নিয়েছে। ফলে স্থানীয় ইয়েমেন সংঘাতের সঙ্গে বৃহত্তর ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতের যোগসূত্র আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের মুখপাত্র মেজর জেনারেল তুরকি আল-মালিকি জানিয়েছেন, হুথিদের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে হুথি মুখপাত্র

ইয়াহিয়া সারি অভিযোগ করেছেন, ইয়েমেনে সৌদি বিমান হামলার মাধ্যমে রিয়াদই সংঘাত বাড়িয়েছে এবং তার জবাব দেওয়া হবে। অন্যদিকে বৃহত্তর উপসাগরীয় সংঘাত এখন কার্যত যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শক্তির পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। দুই পক্ষই অর্থনৈতিক চাপ ও অবরোধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পিছু হটতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র একদিকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচল অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে ইরানের তেল রফতানির উপর অবরোধ বজায় রেখেছে। পাল্টা ইরান হরমুজ প্রণালিতে নতুন করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। তেহরান জানিয়েছে, তারা শীঘ্রই একটি 'সামুদ্রিক বর্জন এলাকা' ঘোষণা করবে, যা মার্কিন অবরোধের সীমানা থেকে হরমুজ প্রণালি পেরিয়ে উপসাগরের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। গত সপ্তাহান্তে ইরানি ট্যাঙ্কারে মার্কিন হামলার ঘটনাও পরিস্থিতিতে আরও উত্তপ্ত করেছে। এর আগে ইরান মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলা চালিয়েছিল এবং তারা আরও শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে দাবি করেছে। ইরানের বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী একটি মার্কিন ডুবোজাহাজ দখলের দাবি করলেও এক মার্কিন আধিকারিক জানিয়েছেন, সেটি একটি সামরিক ডুবোজাহাজ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ছিল, যা যান্ত্রিক সমস্যার কারণে বিকল হয়েছিল। ওই যন্ত্রে গোপন সোনার বা রাডার ব্যবস্থা ছিল না বলেও দাবি করা হয়েছে। ইরান আরও একটি মার্কিন ড্রোন ধ্বংসের দাবি করেছে, যদিও ওয়াশিংটন তাৎক্ষণিকভাবে এই দাবির কোনও জবাব দেয়নি। মার্কিন হামলায় ইরানের প্রচলিত সামরিক সক্ষমতা দুর্বল হয়েছে এবং অর্থনীতির উপরও চাপ বেড়েছে বলে দাবি করা হলেও ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন এখনও উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটি এবং হরমুজ প্রণালিতে চলাচলকারী জাহাজকে লক্ষ্য করতে সক্ষম।

কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণে খসড়া আইন মহারাষ্ট্রে

মুম্বই: বেসরকারি কোচিং সেন্টারগুলির নিবন্ধন, স্বচ্ছতা, মান ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত মহারাষ্ট্র বেসরকারি কোচিং সেন্টার (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২৬ -এর খসড়া নিয়ে সাধারণ নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছ থেকে প্রশ্নাব ও আপত্তি জানানোর সময়সীমা বাড়াল মহারাষ্ট্র সরকার। বিপুল সংখ্যক মতামত জমা পড়ার কারণে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রশ্নাব ও আপত্তি জানানো যাবে বলে সোমবার সরকারি আধিকারিকেরা জানিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের স্কুলশিক্ষা দফতর এর আগে মারাঠি ও ইংরেজি ভাষায় খসড়া আইনটি তাদের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছ থেকে মতামত চেয়েছিল। শিক্ষা দফতরের মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকর্তার সোমবারের বিবৃতি অনুযায়ী, ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১১,৪১০টি প্রশ্নাব ও আপত্তি জমা পড়েছে। বিপুল সাদা পাওয়ার পর নাগরিক, অভিভাবক, পড়ুয়া, শিক্ষক এবং অন্যান্য অংশীদারদের আরও সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে খসড়া আইন চূড়ান্ত করার আগে প্রাপ্ত মতামতগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করার সুযোগও পাবে সরকার। খসড়া আইনের বিষয়ে লিখিত প্রশ্নাব ও আপত্তি জানানো যাবে মহারাষ্ট্রের শিক্ষা কমিশনার অথবা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার অধিকর্তা, মহারাষ্ট্র, পুনে-র কাছে। শিক্ষা দফতরের নির্দিষ্ট ই-মেল ঠিকানার মাধ্যমেও মতামত পাঠানো যাবে। প্রস্তাবিত আইনের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের বেসরকারি কোচিং সেন্টারগুলিকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আওতায় আনা। এর মাধ্যমে কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলির নিবন্ধন, পরিষেবায় স্বচ্ছতা, শিক্ষার মান এবং প্রশাসনিক জবাবদিহি নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, খসড়া আইনটি প্রকাশের পর যে প্রশ্নাব ও আপত্তি জমা পড়ছে, সেগুলি বিবেচনা করার পরই আইনের চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণ করা হবে।

খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনায়

প্রথম পাতার বাকি অংশ
কথাও সমঝোতাপত্রে রয়েছে। নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সঙ্গে কৃষীদের পরিচিত করে তোলাই এর লক্ষ্য। ১৯৬৪ সালের খাদ্য কর্পোরেশন আইনের অধীনে ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এফসিআই দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুত, পরিবহণ এবং বন্টনের দায়িত্ব পালন করে এই সংস্থা। বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ও খাদ্য ভর্তুকি এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকায় সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং পরিচালন ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন সমঝোতাপত্রে এফসিআই-এর কাজের ক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য এবং ফলাফলভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট বার্ষিক সূচকের সঙ্গে সংস্থার কর্মদক্ষতাকে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সম্পদের ব্যবহার আরও কার্যকর করা, কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার ব্যবহার

উৎসাহিত করার লক্ষ্য রয়েছে। এফসিআই-এর গুদামগুলির পরিকাঠামো ও পরিচালন দক্ষতার উপরও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সমঝোতাপত্রের একটি অংশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'ডিপো দর্পণ পোর্টাল'-এর মাধ্যমে। এই ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থায় এফসিআই-এর বিভিন্ন ডিপোর পরিকাঠামো ও পরিচালন দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। নির্দিষ্ট ফলাফল ও লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক মানদণ্ডের মাধ্যমে ডিপোগুলির ভৌত পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিয়মিত উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের মতে, এই সমঝোতাপত্র দেশের খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের ধারাবাহিক উদ্যোগের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত গুদাম পরিচালনা, কার্যকর সরবরাহ শৃঙ্খল এবং শক্তিশালী গুণমান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ ও স্থিতিস্থাপক করে তোলাই এর বৃহত্তর লক্ষ্য।



বোঝা যখন চাপবে মাথায়...